CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE
SEM-IV HONS - CC-10 : Global Politics:
TOPIC-II : Contemporary Global Issues - e. Human Security
সমসাময়িক বিশ্বজনীন বিষয়-মানব সুরক্ষা

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

মানব সুরক্ষার পরিচয়:

খুব প্রাচীন কাল থেকেই সুরক্ষার ধারণাটি সংকীর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি বাহ্যিক আগ্রাসন থেকে ভূখণ্ডের সুরক্ষা হিসাবে, বা বৈদেশিক নীতিতে জাতীয় স্বার্থরক্ষা বা পারমাণবিক হোলোকাস্টের হুমকিরূপ হিসাবে বিবেচিত হয়। সুরক্ষার ধারণাটি জনগণের চেয়ে রাষ্ট্র-রাষ্ট্রের স্বার্থের সাথে জড়িত। এই প্রক্রিয়াটিতে, সাধারণ মানুষের বৈধ উদ্বেগ এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্তিগত সুরক্ষার সন্ধান - রোগ, ক্ষুধা, বেকারত্ব, অপরাধ, সামাজিক দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক দমন ও পরিবেশের অবক্ষয়ের হুমকি থেকে রক্ষা - ভুলে গিয়েছিল। বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে, নিরাপত্তাহীনতার ধারণাটি মূলত তাদের টিকে থাকা, স্ব-সংরক্ষণ এবং প্রতিদিনের প্রসঙ্গে সুস্থতা সম্পর্কে উদ্বেগ থেকেই আসে। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি) ১৯৯৪ সালের তার মানব বিকাশের প্রতিবেদনে সুরক্ষার এই মাত্রাকে প্রথম প্রকাশ করেছিল, যা মানব সুরক্ষা হিসাবে পরিচিত।

মানব সুরক্ষার পিছনে বুনিয়াদি ধারণা:

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার 3 অনুচ্ছেদ অনুসারে, ব্যক্তিদের সুরক্ষার অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার, একসাথে জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার। মানব সমাজ নাগরিকদের ক্ষমতায়ন জোরদার করার উপর জোর দেয় izes মানব সমাজ অর্জনের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রয়োজন যা মানব মর্যাদায় এবং মানবাধিকারের ভাগী মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সংক্ষেপে, মানব সমাজ বলতে মানুষের অধিকার, তাদের সুরক্ষা বা এমনকি তাদের জীবনকে বিস্তীর্ণ হুমকি থেকে মুক্তি দেয়।

হিউম্যান সোসাইটির ইউএনডিপি'র ধারণার মূল সংকোচনের ঘটনাটি ছিল মানুষকে ফোকাস করা এবং সহিংসতা ছাড়া অন্য হুমকির প্রতি দুর্বলতার কথা তুলে ধরা। এটি সুরক্ষাটিকে "একীভূত" হিসাবে দেখেছিল বরং "প্রতিরক্ষামূলক ধারণা" হিসাবে দেখেছে। তবে এটি হিংসাত্মক হুমকির মুখোমুখি হবে বলে মনে হয়েছিল। এটি জোর দিয়েছিল যে মানবিক সুরক্ষার একটি ভৌগলিক এমনকি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, মাদক পাচারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের জাতীয়-রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সমস্যা রয়েছে।

মানব সুরক্ষা প্রচারে গণতন্ত্র ও সুশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানব সুরক্ষা জাতীয় সুরক্ষা সরবরাহ করে না। একটি মানব সুরক্ষা দৃষ্টিকোণ সমর্থন করে যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিজের মধ্যেই শেষ নয় বরং এটি তার জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করার একটি উপায়। এই প্রসঙ্গে, রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা এবং মানবিক সুরক্ষা পারস্পরিক সহায়ক। একটি কার্যকর, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা যা তার নিজের লোককে মূল্য দেয় এবং সংখ্যালঘুদের রক্ষা করে তা মানব সুরক্ষা প্রচারের একটি কেন্দ্রীয় কৌশল।

মানব সুরক্ষা ধারণা:

মানব সুরক্ষা মানে হিংসাত্মক এবং অহিংস উভয় হুমকির হাত থেকে মানুষের সুরক্ষা। এটি মানুষের অবস্থা, তাদের সুরক্ষা, এমনকি তাদের জীবনের পক্ষে বিস্তীর্ণ হুমকী থেকে মুক্তি দ্বারা চিহ্নিত হওয়া অবস্থা বা অবস্থা। মানব সুরক্ষা

দুর্বলতা হ্রাস এবং ঝুঁকি হ্রাস করতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রতিরোধ ব্যর্থ হলে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

মানব সুরক্ষা নেটওয়ার্কের উপলব্ধি হল 'আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এমন একটি মানব বিশ্ব যেখানে লোকেরা সহিংস হুমকি, দারিদ্র্য ও হতাশা থেকে মুক্ত, সুরক্ষা ও মর্যাদায় বাঁচতে পারে।' রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার চেয়ে মানুষের সুরক্ষা 'মানব সুরক্ষা' ধারণার কেন্দ্রবিন্দু।

হিউম্যান সিকিউরিটি হল আন্তর্জাতিক শান্তি এবং সুরক্ষার জন্য সাম্প্রতিক পদ্ধতির একটি যৌক্তিক বর্ধন। জাতিসংঘের সনদটি এই মতামতটির প্রতিচ্ছবি দিয়েছে যে বিচ্ছিন্নভাবে কোনও একক রাষ্ট্রই সুরক্ষা অর্জন করতে পারে না। ‘আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষা’ শব্দবন্ধটি বোঝায় যে আমাদের রাজ্যের সুরক্ষা অন্যান্য রাজ্যের সুরক্ষার উপর নির্ভর করে।

একটি মানবিক সুরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি এই যুক্তিটির উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছে যে বিশ্বের একাংশের মানুষের সুরক্ষা অন্য কোথাও মানুষের সুরক্ষার উপর নির্ভর করে। একটি সুরক্ষিত এবং স্থিতিশীল ওয়ার্ল্ড অর্ডার উপরে থেকে নীচে এবং নীচে থেকে উভয়ই নির্মিত। রাজ্যগুলির সুরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ চূড়ান্তভাবে সুরক্ষিত মানুষের ভিত্তিতে নির্মিত।

ইউএনডিপি অনুসারে, মানব সুরক্ষা সর্বজনীন উদ্বেগ; মানব সুরক্ষার যৌগগুলি আন্তঃনির্ভরশীল; মানবিক সুরক্ষা তাড়াতাড়ি প্রতিরোধের মাধ্যমে নিশ্চিত করা সহজ; এবং মানবিক সুরক্ষা জনকেন্দ্রিক। প্রতিবেদনে সংজ্ঞা অগ্রিম ছিল অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। অর্থনীতি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, ব্যক্তিগত, সম্প্রদায় এবং রাজনৈতিক - সুরক্ষার সাতটি স্বতন্ত্র মাত্রার সংমিশ্রণ হিসাবে মানব সুরক্ষা সংজ্ঞায়িত হয়েছিল। জনগণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং অপ্রচলিত হুমকীগুলি তুলে ধরে, ইউএনডিপি সুরক্ষা সম্পর্কে যুদ্ধ-পরবর্তী যুদ্ধের চিন্তাভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

মানব সুরক্ষার জন্য চ্যালেঞ্জ:

পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে, মানবিক সুরক্ষার জন্য হুমকির উপলব্ধিও একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করেছে। বিশ্বের বেশিরভাগ অংশে বাজারমুখী সমাজের উত্থান এবং প্রযুক্তিগত সংস্থাগুলির অসম বন্টন নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। 1945 সালে, গ্রহের প্রায় প্রতিটি জাতি তীব্র দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। যদিও এই জাতীয় লক্ষ্যটি ইউটোপিয়ানরা আজ অবধি তৈরি অগ্রগতি বিবেচনা করে। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যদি মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে গাইড হয় তবেই দারিদ্র্য বিমোচনের গতি বজায় রাখা সম্ভব।

অস্কার আরিয়াসের মতে, নতুন যুগে, "মানবিক সুরক্ষা - সামরিক ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক শক্তির সাথে সংযুক্ত সুরক্ষার প্রচলিত ধারণার বিপরীতে - অবশ্যই আমাদের উন্নয়ন নীতিগুলির চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে হবে। গুণগত দিক থেকে, মানুষের সুরক্ষা সেই মাত্রাকে প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে মানব অজ্ঞতা, অসুস্থতা, ক্ষুধা, অবহেলা এবং তাড়না থেকে সুরক্ষিত থাকে। এটি এমন একটি মানদণ্ড যা মানবজীবনকে মর্যাদাবান করে - এটি শিশুকে দেয় নিরাপত্তা, নিরাময় করে রোগ, জাতিগত উত্তেজনা প্রশমিত করে, নির্দ্বিধায় কথা বলে, এবং মানবিক ভাবনার আশা যেখানে রয়েছে।

বিগত কয়েক দশক ধরে আমাদের সাফল্য সত্ত্বেও, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নিম্নলিখিত বিরক্তিকর সত্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে:

i) অপুষ্টি ও রোগে প্রতিদিন ৪০০০০ শিশু মারা যায়।
ii) নিকাশীতে দূষিত জল প্রতি বছর দুই মিলিয়ন বাচ্চাকে মেরে ফেলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
iii) প্রায় ৮৪০ মিলিয়ন ক্ষুধার্ত হয় বা খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হয়।
iv) ১.৩ বিলিয়ন মানুষ প্রতিদিন এক ডলারেরও কম আয়ে জীবনযাপন করেন।
v) ১.৫ বিলিয়ন লোকের স্বাস্থ্যসেবার অভাব আছে।
vi) ১.৩ বিলিয়ন লোকের জল খাওয়ার অভাব রয়েছে।
vii) প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ নিরক্ষর।
তৃতীয়ত, কার্যকর প্রতিক্রিয়াগুলি বৃহত্তর অপারেশনাল সমন্বয়ের উপর নির্ভর করবে। উদাহরণস্বরূপ, সফল শান্তি-সমর্থনের কাজগুলি বহুমাত্রিক, এবং রাজনৈতিক আলোচক, শান্তিরক্ষী, মানবাধিকার মনিটর, অন্যান্যদের মধ্যে মানবিক সহায়তা ব্যক্তিগতের ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের উপর নির্ভর করে। তদুপরি, উন্নয়ন সংস্থাগুলি এখন সুরক্ষা খাত সংস্কার প্রচারে নিযুক্ত রয়েছে, এবং সুরক্ষা সংস্থাগুলি যুদ্ধবিরোধী দেশগুলিতে চ্যানেল উন্নয়ন সহায়তা করেছে। এই ওভারল্যাপিং ম্যান্ডেটগুলি এবং উদ্দেশ্যগুলি পরিচালনা করা একটি মানব সুরক্ষা এজেন্ডার অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ।

চতুর্থত, নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলি মানবিক সুরক্ষা প্রচারে বৃহত্তর সুযোগ এবং বৃহত্তর দায়িত্ব সন্ধান করছে। অনেক ক্ষেত্রেই বেসরকারী সংস্থাগুলি মানুষের সুরক্ষার পক্ষে কথা বলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর অংশীদার হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। একই সাথে, ব্যবসায়িক ক্ষেত্র, সম্ভাব্যভাবে মানব সুরক্ষা বৃদ্ধির মূল কারণটি আরও কার্যকরভাবে জড়িত হতে পারে।

পঞ্চম, মানুষের নিরাপত্তাহীনতা হ্রাস করে এবং প্রথম অবস্থানে তাদেরকে দুর্বল করে তোলে এমন পরিস্থিতি প্রতিরোধের মাধ্যমে মানবিক সুরক্ষা বাড়ানো হয়েছে। অত্যন্ত নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতিতে বিশেষত সহিংস সংঘাতের মধ্যে মানুষকে সহায়তা করা মানব সুরক্ষা এজেন্ডার একটি কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। মানব সুরক্ষা গড়ে তুলতে, তাই শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং টেকসই উন্নয়নের প্রচারের জন্য স্বল্পমেয়াদী মানবিক পদক্ষেপ এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশল উভয়ই প্রয়োজন।

অবশেষে, আইনী মানদণ্ডকে শক্তিশালী করা এবং তাদেরকে সমান জোর দিয়ে প্রয়োগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা মানব সুরক্ষা বাড়ানোর জন্য দুটি মৌলিক কৌশল।

মানব সুরক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষা:

ঐতিহ্যগতভাবে, 'সামাজিক সুরক্ষা' শব্দটি সংঘবদ্ধ শিল্পগুলিতে শ্রমিকদের জন্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার সেটকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলির শ্রমিকদের একটি সামান্য অংশ সংগঠিত খাতে রয়েছে এবং যেহেতু দরিদ্র ও প্রান্তিক অনিশ্চিত জীবিকার বিকল্প এবং আয় এবং ভোগের সুযোগগুলি সম্পর্কে সাধারণ দুর্বলতা, তাই সামাজিক সুরক্ষা ধারণার পরিধিটি প্রসারিত করা প্রাসঙ্গিক।

উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব, বীমা, এবং বার্ধক্যের পেনশন এবং স্বতন্ত্র সুবিধার মতো কিছু নির্দিষ্ট সরঞ্জাম গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। বঞ্চনা অপসারণ এবং দুর্বলতা হ্রাস করার লক্ষ্যে সংজ্ঞাটির কাছে যাওয়া আরও গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক সুরক্ষা আক্রান্ত মানুষের দুর্বলতা হ্রাস করার জন্য বেসিক পাবলিক অ্যাকশনের একটি সেট। সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় সরকার দুটি বিস্তৃত পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে।

প্রথম উপায় হল সাধারণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জনগণের দুর্বল অংশগুলিকে সহায়তা করার জন্য বৃদ্ধি থেকে প্রাপ্ত সাধারণ সুযোগের ব্যবহার।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো সামাজিক ক্ষেত্রগুলির ক্ষেত্রে সরাসরি জনগণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং উন্নত আয় বন্টন পদ্ধতি এবং সাধারণ কর্মসংস্থান প্রচার করা।

মানবিক নিরাপত্তা নাগরিকদের ক্ষমতায়নকে জোরদার করার উপর জোর দেয়। মানব সুরক্ষার অর্জনের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রয়োজন যা মানব মর্যাদায় এবং মানবাধিকারের ভাগী মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যুদ্ধ, ভূমি মাইন এবং জাতিগত দ্বন্দ্বের শিশুদের মতো মানবিক সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি একটি বৃহত মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা উচিত। মানব সুরক্ষা প্রচারে গণতন্ত্র ও সুশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানব সুরক্ষার উপসংহার:

'মানব সুরক্ষা' শব্দটি পরিবেশ ও সমাজের সংযোগকে স্বীকৃতি দেয়। এটি পরিবেশ এবং সুরক্ষার মধ্যে লিঙ্কের আরও দুটি বৈশিষ্ট্যও স্বীকৃতি দেয়। প্রথমত, প্রতিক্রিয়াটি পরিবেশ এবং সুরক্ষার মধ্যে বিদ্যমান; উদাহরণস্বরূপ, পরিবেশগত অবক্ষয়ের ফলে জনসংখ্যার চলাচল হতে পারে, যা ফলস্বরূপ গদ্যকে পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।
মানবিক উন্নয়নের পদ্ধতি এবং মানব উন্নয়ন সূচকের উন্নয়ন (এইচআইডি) জনগণের জীবনের উন্নতির জন্য এবং কেবল অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য নয়, উন্নয়নের পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ ছিল।

মানব উন্নয়ন প্রকৃতিতে সম্প্রসারণবাদী এবং সুযোগ বাড়ানোর জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান সামাজিক পরিষেবাদি মোকাবেলা করে। মানবিক সুরক্ষা মানব বিকাশের জন্য একটি সক্ষম পরিবেশ সরবরাহ করে। যেখানে সহিংসতা বা সহিংসতার হুমকি উন্নয়নের এজেন্ডায় অর্থবহ অগ্রগতি অসম্ভব করে তোলে, সেখানে মানুষের সুরক্ষা বাড়ানো একটি পূর্বশর্ত।

আজ বিশ্বকে যে হুমকির সম্মুখীন করা হচ্ছে তার বৈচিত্র্য কেবলমাত্র জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার শক্তির ভিত্তিতে পূরণ করা যায় না। সমস্যার প্রতিক্রিয়াগুলির জন্য তথ্য সংগ্রহ করা, মানব ও বৈষয়িক সম্পদগুলির তাত্ক্ষণিক ও দক্ষ জড়োকরণ এবং ক্ষেত্রে নিশ্চিত উন্নয়ন এবং সম্পাদন প্রয়োজন। এই প্রতিটি পর্যায়ে, আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিও এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির মতো ক্রমবর্ধমান বৈচিত্রের বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা বড় ভূমিকা পালন করছেন।

মানব সুরক্ষা অবশ্যই ১৯৩ সদস্য দেশ নিয়ে একটি জাতিগত জাতিসংঘে, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বিস্তৃত ভিত্তিক বোঝাপড়া ও সমর্থন সংগ্রহ করতে হবে। তদুপরি, জাতিসংঘ সম্ভবত একমাত্র সত্তা যা মানব সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমন্বিত ভূমিকা রাখতে সক্ষম ভূমিকা পালন করে।